দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 DEC 1993 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

কাল শিক্ষা শীর্ষ সম্মেলন –

২০ মাঝারি সাবমেরিনের মূল্য থেকে ৯ দেশের শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নয়টি দেশের সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চার থেকে পাঁচ শ' কোটি ডলার প্রয়োজন।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল (শান্তি) রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, প্রয়োজনীয় এ অর্থের পরিমাণ মাত্র ২০টি মাঝারি আকারের অ-পারমাণবিক সাবমেরিনের মূল্যের সমান।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

২০ মাঝারি সাবমেরিনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বলেছে, এ অংক বিশাল মনে হলেও আমাদের সামর্থের অতীত নয়।

সবচেয়ে জনবহুল এই নয়টি দেশের শীর্ষ নেতারা বৃহস্পতিবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে "সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষ" সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। এটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম শিক্ষা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন।

বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান এ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে। সার্ক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিজয় দিবসে এ সম্মেলন আয়োজনের কারণে তিনি এতে যোগ দিতে পারছেন না।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার সম্মেলনে ১০ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী "প্রাক শীর্ষ সম্মেলন"। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বৈষম্য, শিক্ষা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক, জন অংশগ্রহণের গুরুত্ব এবং তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে মন্ত্রী, সাহায্যদাতা ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে।

শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করবেন এবং নিজ নিজ দেশের নিরক্ষরতার হার দ্রুত কমিয়ে আনার শপথ নেবেন।

ইউনেস্কো, ইউনিসেফ ও ইউএনএফপিএ-এর সহযোগিতায় এ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আর এর মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও শিশু মৃত্যু রোধ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউনেস্কো'র হিসাব অনুযায়ী, শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশেই বিশ্বের ৭০ ভাগ বয়স্ক অশিক্ষিতের বসবাস। বিশ্বের অশিক্ষিত শিশুর অর্ধেকের বেশি এখানেই আছে। দেশগুলোর ৭০ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো পায়নি; বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে দু'হাজার সাল নাগাদ এ সংখ্যা পৌছবে ৮৩ মিলিয়নে।

ইউনিসেফ জানিয়েছে, শীর্ষ সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য হলো দু'হাজার সালের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার বৈষম্য দূর করা।